কার্পাসডাঙ্গায় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে হাজিরা দিয়ে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের জাহাজপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান লাল্টুর বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের ডিজিটাল হাজিরায় টিপ দিয়ে প্রতিষ্ঠানে অবস্থান না করে নিজের ব্যক্তিগত কাজ ও ঘুরে বেড়ানোর অভিযোগ উঠেছে।

গ্রামবাসি অভিযোগ করে বলেন, আমাদের গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান লাল্টু অনেক দিন ধরেই স্কুলে হাজিরা দিয়ে স্কুল থেকে বের হয়ে মোটরসাইকেল যোগে হয় কার্পাসডাঙ্গা বাজার না হয় অন্য কোথাও অবস্থান করে ও বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে

বিভিন্ন এলাকায় চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে দেখা যায়। এতে করে স্কুলের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। স্কুলে নিয়মিত অনুপস্থিত থাকার কারনে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিভাবক মহল হতাশ হয়ে পড়েছে।

বেশ কিছু অভিভাবক অভিযোগ করে বলেন, প্রধান শিক্ষকের এই বিষয়টি দীর্ঘ দিনের।

আগে স্কুলটি সরকারি হয়নি বলে আমারা কিছু মনে করতাম না কিন্তু নতুন সরকারি হলেও তার এই অভ্যাসটি পরিবর্তন হয়নি।

আমরা অবশ্যই প্রধান শিক্ষকের বদলি দাবি করছি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট।

এদিকে গত শনিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে গ্রামবাসির অভিযোগের ভিক্তিতে বিদ্যালয়ে গেলে তাকে ওখানে পাওয়া যায়নি। এসময় স্কুলে বার্ষিকী পরীক্ষা চলছিলো।

প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিত থাকার কারন জানতে চাইলে সহকারি শিক্ষক মোছা: রওশনারা বলেন, প্রধান শিক্ষক মনে হয় সভাপতির বাড়িতে গেছে।

এবিষয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, আমি প্রশ্নের বিষয়ে হুদাপাড়া স্কুলে গিয়েছিলাম।

এবিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার সাকি সালামের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, জাহাজপোতা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি আগেও শুনেছি। ওনাকে শোকজও করা হয়েছিল। তবে অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- কার্পাসডাঙ্গা প্রতিনিধি

মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা সহ বিভিন্ন স্থানে দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালিত

গণস্বাক্ষর অভিযান, মানববন্ধন এবং আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে গতকাল সোমবার এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসূল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: মাসুদুল আলম, জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক খান, সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, সদস্য নুরুল আহমেদ প্রমুখ।

এর আগে সকালে জেলা প্রশাসকের কক্ষে জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি গণস্বাক্ষর করে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান এর সূচনা করেন।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো: ইবাদত হোসেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মো: তৌফিক রহমান জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন সহ দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির

সদস্য বৃন্দ বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন।

গাংনী প্রতিনিধি জানান, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির আয়োজনে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালিত হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে গতকাল সোমবার সকালে উপজেলা পরিষদের সামনে এক মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
মানব বন্ধন শেষে উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহাম্মদ আবু জাফর এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ভূমি কর্মকর্তা মো: ইয়ানুর রহমান, গাংনী থানার ভার-প্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) সাজেদুর রহমান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন, জেলা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নুরজাহান বেগম, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মো: মোশাররফ হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, দুর্নীতি একটা দেশকে পিছিয়ে দেয়। তাই আমাদের সকলকে দুর্নীতি বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হবে। তিনি বলেন দুর্নীতি যদি আমিও করি আপনারা আমাকে ধরবেন আমি আপনাদের স্বাগত জানাব। জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের দেশকে অনেক উন্নয়নের দিকে নিয়ে গেছে। আর এটা একমাত্র দুর্নীতির বিরোধী অবস্থান নেওয়ার কারণে হয়েছে।

আলোচনা সভায় উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি মহাম্মদ আবু জাফর বলেন, আগে নিজে সঠিক হোন দেখবেন দেশটা এমনিতেই ঠিক হয়ে গেছে দুর্নীতি মুক্ত হয়ে গেছে এবং দেশ উন্নয়নের দিকে চলে যাচ্ছে। তিনি আহŸ◌ান করেন বর্তমান সরকার বড় বড় রাঘব বোয়ালদেরও ছাড় দিচ্ছেনা তাইতো আমাদের বাংলাদেশ আগের চাইতে অনেক উন্নয়ন লাভ করেছে।

এ সময় উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
মুজিবনগর অফিস জানিয়েছে, “আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে একাত্মবদ্ধ” এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি

বিরোধী দিবস উপলক্ষে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল দশটার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলার গেটের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত মানববন্ধনে উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম, তথ্যসেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকার, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স, মুজিবনগর উপজেলার দুর্নীতি বিরোধী কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাকের আলী প্রমুখ অংশ নেন।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে চুয়াডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকালে চুয়াডাঙ্গা কালেক্টরেট থেকে শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

এতে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা দুর্নীতি দমন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান।
প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. কলিমুল্লাহ ও পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু।

আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, আলমডাঙ্গা উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগ আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালিত হয়েছে।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি দুর্নীতি বিরোধী র্যালী শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আলমডাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয়ের হলরুমে সভা অনুষ্টিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: লিটন আলী।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন। তিনি বলেন সমাজ থেকে দুর্নীতি রোধ করতে হলে আমাদের নিজেদের আগে সৎ হতে হবে, কেন দুর্নীতির সাথে আপোষ করা যাবে না।

কোন দুর্নীতি বাজদের সহায়তা করা যাবেনা। আজ সকলে শপথ নেন নিজে দুর্নীতি করব না, অন্যকে দুর্নীতি করতে দেব না।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহম্মেদ ডন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারী, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান, মনিরুজ্জামান।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি সহকারী প্রধান শিক্ষক আনিসুজ্জান। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি ও প্রেসক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টুুর উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহ সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা ওয়াজেদ আলী, সদস্য সাইদ মো: হিরন, ডাক্তার সামসুজ্জোহা শাবু শিক্ষক আলী কদর প্রমুখ।

- প্রতিদিন ডেস্ক

মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা সহ বিভিন্ন স্থানে বেগম রোকেয়া দিবস পালিত

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, জয়িতাদের সংবর্ধনা এবং আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস পালিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক একেএম শফিউল আযমের সভাপতিত্বে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত জয়িতাদের সংবর্ধনা ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদের

চেয়ারম্যান গোলাম রসূল, সিভিল সার্জন ডাক্তার শামীম আরা নাজনীন, মেহেরপুর জেলা জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান শামীম আরা হিরা, জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক খান, সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, কবি নজরুল শিক্ষা মন্দিরের প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম।

মীর দানিয়েল হোসেন ও সুবর্ণা মাহজাবীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জয়িতা এলিজাবেথ খান, যমুনা খাতুন প্রমুখ।

পরে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে ৫ জন এবং সদর উপজেলা পর্যায়ে ৫ জন জয়িতাকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
এতে জেলা পর্যায়ে অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী মেহেরপুর সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামের মমতাজ খাতুন, শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী গাংনীর পূর্ব মালশাদহের আশরাফুন্নেসা, সফল জননী গাংনী কাজিপুর গ্রামের পারভিন আক্তার, নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করা বা মন্দির রেহেনা খাতুন, এবং সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় মুজিবনগরের ভবেরপাড়া এলিজাবেখ খা কে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

একই সাথে মেহেরপুর সদর উপজেলা পর্যায়ে মমতাজ খাতুন, নাজমুন্নেসা, আনোয়ারা খাতুন, রেহেনা খাতুন এবং নুরুন্নাহার কে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
এর আগে বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনির নেতৃত্বে জেলা প্রশাসক চত্বর থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক হয়ে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী এসে শোভাযাত্রাটি শেষ হয়।

শোভাযাত্রা অন্যদের মধ্যে জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক এস এম শফিউল আজম সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী প্রতিনিধি জানান, বেগম রোকেয়া দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে জয়িতাদের সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল সোমবার সকাল ১০টার দিকে দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভা শুরুর আগে মানব বন্ধন করেছে অনুষ্ঠানটির আয়োজক উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়।

পরে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের

চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা ইয়ানুর রহমানের সভাপতিত্বে ও মহিলা বিষযক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী থানার ভার প্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) সাজেদুর রহমান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন, জেলা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নুরজাহান বেগম, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও সন্ধানী সংস্থার নির্বাহি পরিচালক মহাম্মদ আবু জাফর, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মো: মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।

আলোচনা শেষে পাঁচজন জয়িতা এ উপজেলার চিৎলা গ্রামের মো: গোলাম ফারুকের স্ত্রী মোছা: লূৎফন্নাহার শিল্পী, পূর্ব মালসাদহ গ্রামের মিজানুর রহমানের স্ত্রী মোছা: আশরাফুন্নেছা, কাজিপুর গ্রামের কাজি আব্দুর রাজ্জাকের স্ত্রী মোছা: পারভীন আকতার, বামন্দী গ্রামের মৃত আব্দাল মজিদের স্ত্রী মোছা: রেহেনা খাতুন ও নিত্যানন্দপুর গ্রামের বেঞ্জামিন বিশ্বাসের স্ত্রী মিসেস যুথিকা বিশ্বাস এই পাঁচ জনের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি এম এ খালেক।

মুজিবনগর অফিস জানিয়েছে, মুজিবনগরে র্যালী ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে বেগম রোকেয়া দিবস পালিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল এগারোটার দিকে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়।
উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাসের নেতৃত্বে র্যালীটি শহরের মেন মেন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

উক্ত র্যালীতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভাঃপ্রাঃ) এম.এম আরাফাত হোসেন, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব, তথ্যসেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকার, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্সসহ উপজেলার সকল কর্মকর্তারা অংশ নেন।

র্যালী শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভাঃপ্রাঃ) এম.এম আরাফাত হোসেনের সভপতিত্বে পরিষদ মিলনয়াতনে বেগম রোকেয়া দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় বেগম রোকেয়া দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম।

আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন ও বিষয়ক অফিসের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও বেগম রোকেয়া দিবস পালিত হয়েছে।

গতকাল সকাল ১০ টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্তর থেকে একটি র্যালি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আলমডাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয়ের হলরুমে সভা অনুষ্টিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: লিটন আলী।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন। তিনি বলেন বেগম রোকেয়া নারী জাগরণের পথিকৃত, তিনি নরীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে আজীবন সংগ্রাম করেছেন, মুসলিম সমভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নিয়েও বেগম রোকেয়া সব বাধা উপেক্ষা করে নারীদের জন্য কাজ করে গেছেন।

সভায় ৫ জন নারীকে জয়িতা পুরস্কার প্রদান করেন প্রধান অতিথি। এরা হল, জেহালা ইউনিয়নের রোয়াকুলি গ্রামের ছাহেরা খাতুন, আলমডাঙ্গা পুরাতন বাজারের অর্পনা রানী সাহা, ডাউকি ইউনিয়নের বক্সিপুর গ্রামের শ্রীমতি রিতা রানী দত্ত, হাটবোয়ালিয়া গ্রামের ছালমা খাতুন খাতুন, কালিদাশপুর গ্রামের রেহানা খাতুন। প্রত্যেক কে ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়েছে।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা।

কলেজিয়েট স্কুলের উপাধক্ষ শামিম রেজার উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বিআরডিবি কর্মকর্তা সায়লা সারমিন, আইসিটি কর্মকর্তা সিন্ধা দাস, ফাতেমা আক্তার, ছালমা খাতুন প্রমুখ।

- প্রতিদিন ডেস্ক

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

সেমিনার অনুষ্ঠিত

সরকারের উন্নয়ন রূপরেখার মাধ্যমে নিরাপদ ও মানসম্মত অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গায় সেমিনার ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা পরিষদ আয়োজিত এ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওয়াশীমুল বারী। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আসাদুল হক বিশ^◌াস। বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারি কমিশনার (ভূমি) ইসরাত জাহান।

অনুষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে অভিবাসন বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করেন চুয়াডাঙ্গা টিটিসির অধ্যক্ষ কে.এম মিজানুর রহমান।

- চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক দূর্ণীতি বিরোধী দিবস পালিত

শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে চুয়াডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক দূর্ণীতি বিরোধী দিবস পালিত হয়েছে। সোমবার সকালে চুয়াডাঙ্গা কালেক্টরেট থেকে শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

এতে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা দূর্ণীতি দমন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. কলিমুল্লাহ ও পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু।

- চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

কার্পাসডাঙ্গায় পুলিশ সাংবাদিকের উপস্থিতি দেখে বাল্য বিবাহ পন্ড

জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা আদিবাসী পাড়ায় জাহিদুলের বাড়িতে বাল্য বিবাহ হচ্ছে এমন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে সাংবাদিক ও পুলিশ পৌঁছে গেলে তা ভেস্তে যায়।জানা গেছে বুইচিতলা গ্রামের প্রবাসী জিয়াউলের কন্যা নবম শ্রেনীর ছাত্রী নাজমীমের সাথে চাকুলিয়া গ্রামের আ:হামিদের ছেলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শিক্ষক চাঁদ আলীর বাল্য বিবাহ আদিবাসি পাড়ার জাহিদুলের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে খবর পেয়ে কার্পাসডাঙ্গার স্থানীয় সাংবাদিকরা সহ ঘটনাস্থলে পুলিশ হাজির হয় ভেস্তে যায় বাল্য বিবাহ।এ বিষয়ে জাহিদুলের স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে উভয় পরিবারের লোকজন জানান কোন বাল্য বিয়ে নই তারা সম্পর্কে চাচাতো ভাই বোন। দুজন দুই গ্রামে থাকে তাদের ভিতর বিয়ের কথাবার্তা চলছে বয়স হলে তারপর বিয়ে দেওয়া হবে এখন দুজন সহ তার আত্মীয়রা দেখার জন্য এসেছে। কে বা কারা মিথ্যা সংবাদ দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তবে গোপন সুত্রে জানা গেছে জাহিদুল প্রবাসে থাকার কারনে তার স্ত্রী বিভিন্ন সময়ে আত্মীয় পরিচয়ে লোকজন নিয়ে আসে ও বাল্য বিবাহ দেয়। বাল্য বিবাহটি ভেস্তে যাওয়ায় সাংবাদিক সহ প্রশাসনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল। এ বিষয়ে কার্পাসডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম এ জলিল বলেন কোন অবস্থাতেই এলাকায় বাল্য বিবাহ হতে দেওয়া যাবেনা। এর কুফল সম্পর্কে সকলকে জানাতে হবে।

কার্পাসডাঙ্গা অফিস:

চুয়াডাঙ্গায় চিকিৎসকের অবহেলায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসকের দায়িত্বে অবহেলায় রাবেয়া খাতুন নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগে রোগীর স্বজনরা হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. শামীম কবীর ও দুই নার্সকে লাঞ্ছিত করেন।

গতকাল শনিবার দুপুরে হাসপাতালের ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে।
চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, জীবননগর উপজেলার ধোপাখালী গ্রামের রাবেয়া খাতুন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শুক্রবার রাতে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরদিন শনিবার সকালে জ্ঞান হারান তিনি।

এ সময় চিকিৎসকেরা তার হৃৎস্পন্দন না পেলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে রোগীর স্বজনেরা। পরে বাকবির্তকতার এক পর্যায়ে সদর হাসপাতালের আরএমও ডা. শামীম কবির, নার্স আছিয়া খাতুন ও শিউলী পারভীনকে লাঞ্ছিত করেন তারা। পরবর্তীকালে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

নিহতের ছেলে তরিকুল ইসলামের অভিযোগ, তার মায়ের অবস্থা খারাপ হওয়ায় বারবার চিকিৎসকদের ডাকলেও তারা দ্রুত রোগীর কাছে আসেননি। এছাড়া রোগীকে দ্রুত অক্সিজেন দিতে বললে তারা এতেও অপারগতা প্রকাশ করে। এক পর্যায়ে তার মা রাবেয়া খাতুনের মৃত্যু হয়।

আরএমও ডা. শামীম কবির জানান, রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন শুনে তিনি ওয়ার্ডে ছুটে যান। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বৃদ্ধাকে মৃত ঘোষণা করেন তিনি। এরপরই ওই রোগির ছেলে তরিকুলসহ কয়েক স্বজন তাকে গালাগালি করেন এবং তাকেসহ দুই নার্সকে লাঞ্ছিত করেন।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, ঘটনার পরপরই তিনি হাসপাতালে উভয় পক্ষকে নিয়ে বৈঠক করে বিষয়টি মীমাংসা করেন।

- চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

[redacted]

[redacted]

এসবি’র প্রধান মীর শহিদুল ইসলামের সাথে গণমাধ্যম কর্মী ও সুধী সমাজের মতবিনিময়

আকাশে আবছা আবছা মেঘের আনাগোনায় ৬ ডিসেম্বর সারাদিন বড্ড নিরুত্তাপ ছিল। কিন্তু সন্ধ্যেটা ছিল অন্যরকম। অন্য এক মেধাবি আলোয় আর সফলতার ঝলকানিতে অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল আলমডাঙ্গার বন্ধু সংগঠন মোহনার অফিসকক্ষ।

মোহনার অফিসকক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন আলমডাঙ্গার কৃতি সন্তান এসবি’র (স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ) প্রধান বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মীর শহিদুল ইসলাম। এলাকার সুধীজন ও আলমডাঙ্গায় কর্মরত গণমাধ্যম কর্মিদের তাঁর সাথে খোলামেলা মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

এলাকার কৃতি এ সন্তানের স্বাচ্ছন্দে নিজেকে মেলা ধরা, খোলামেলা কথাবার্তা, দিলখোলা আচরণ সকলকে মুগ্ধতায় আবিষ্ট করে রেখেছিলেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধুনালুপ্ত আলমডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল ওহাব মিয়া, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন, মোহনার সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জোহা সাবু মিয়া, প্রবাসি মিজানুর রহমান মিজু, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, সিনিয়র সহসভাপতি রহমান মুকুল, যুগ্ন সম্পাদক প্রশান্ত বিশ্বাস,

বাড়াদী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান, জেলা আওয়ামী লীগ নেতা শাহ আলম, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল হক তবা, সাংবাদিক শরিফুল ইসলাম রোকন, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের প্রভাষক জামাল হোসেন, আবুল কালাম আজাদ, রবিউল ইসলাম,আব্দুল খালেক, মিজানুর রহমান মুকিত, ফারুক আলম টুটুল, হেফজুল কাদের, তৌহিদুল ইসলাম, ফজলুর রহমান, আব্দুল কাদের প্রমুখ।

এ সময় বাংলাদেশ পুলিশের অন্যতম শীর্ষ কর্মকর্তা মীর শহিদুল ইসলাম সকলের খোঁজ খবর নেন, বন্ধু ও পরিচিতদের খবরা খবর নেন।

তিনি বলেন, আমি ও শফিকুল দুজনই বাংলাদেশ পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পদে আছি। আমাদের দিয়ে যদি এলাকার কোন উন্নয়নমূলক কাজ হয়, তবে অবশ্যই সে কাজ করতে চেষ্টা করব। তবে আমাদের দিয়ে করিয়ে নিতে হবে। কারণ আমরা খুবই ব্যস্ত থাকি। তবুও নিজ এলাকার জন্য কিছু করতে পারলে ভাল লাগবে। এছাড়া তিনি ব্যক্তিগত ও এলাকার নানা সমস্যা এবং সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে নিজের অভিজ্ঞতা ও সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরে বর্ণনা দেন।

তারপরও হেমন্তের সন্ধ্যার মত রহস্যাবৃত থেকে গেলেন তিনি। হয়তো অন্য আরেক সন্ধ্যায় নিজেকে সবটুকু মেলে ধরবেন এলাকার মানুষের নিকট।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি